ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৪র্থ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪২২

বাউল তত্ত্বে নারী ভজনা ও নারী সাধনা

ড. মো. আবদুল ওহাব*

সারসংক্ষেপ: বাউল সমাজ একটি সংগীতাশ্রয়ী সাধন ভজন সম্প্রদায়। এই সাধনাকে তাঁরা জীবন ও জগতে তাঁদের মুক্তির একমাত্র উপায় বলে মনে করেন। প্রচলিত ধর্মের আচার অনুষ্ঠানকে পরিহার করে একটি স্বতন্ত্র ধর্মবোধ ও সাধনমার্গের মাধ্যমে 'অচিন মানুষ বা মনের মানুষকে খুঁজে পাওয়াই তাঁদের লক্ষ্য। এঁদের সাধনা যুগল গুপ্ত সাধনা। নারী তাঁর সাধনসঙ্গিনী। এ নারীই বাউলের সাধনায় সিদ্ধি স্তরে পৌঁছে দেবার চাবিকাঠি। নারী তাঁর যোগ সাধনার অপরিহার্য অঙ্গ। তবে এর সঙ্গে আশ্লিষ্ট থাকে গভীর প্রেম, আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলনভাব। কামনাময় তীব্র চাওয়া পাওয়ার মিলনজাত সুখবোধ শুধু নয়, কাম-গন্ধহীন প্রেমই বাউলের কাম্য। সাধনায় সিদ্ধি-লাভের জন্য নারী সাধিকার সহানুভূতি অপরিহার্য। এই নারী যখন সাধককে তার সাধনায় সহযোগিতা না করে, দেহের মূলবস্তু কেড়ে নেয়, বাউল তখন গানে তার নিন্দা করেছেন। আবার সাধিকা যখন তার সর্বোচ্চ সহযোগিতা দিয়ে তাঁর সাধনাকে সফল করে তুলেছে, তখন সাধক তার গানে নারীর বন্দনা করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে বাউল তত্ত্বে নারী ভজনা ও নারী সাধনার কার্যকারণ ও স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

মরমিভাব ও দেহতাত্ত্বিক সাধন-ভজনে উদ্বুদ্ধ একটি বিশেষ লোকসম্প্রদায়ের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ-অনুভূতি থেকে বাউলগানের সৃষ্টি। অভিজাত বা পরিশীলিত মনের প্রকাশ না ঘটলেও সাধারণের দেহ চর্চার ভেতর দিয়ে তার একটা নিজস্ব দার্শনিক ও সাহিত্যিক ভাব প্রকাশ ঘটে। বাউল গান সহজ আবেগ অনুভূতিতে পরিপূর্ণ, জীবনের জটিল জিজ্ঞাসা এতে প্রকটিত হয় না। এটি প্রত্যক্ষ এবং সহজ সরল আঞ্চলিক ভাষার গঠনে সাধন তত্ত্বের কথা সুদৃঢ়ভাবে গ্রথিত।[১] মানুষ ভজনা তাঁদের উপাসনা, বিধায় সকল জাতের বা বর্ণের মানুষকে তাঁরা তাঁদের সাধন ক্ষেত্রে স্থান দিয়ে থাকেন। এঁরা অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী। দীর্ঘ দিনের প্রচলিত সামাজিক জীবনধারার বিরুদ্ধে বাউল বরাবরই বিদ্রোহী প্রতিবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ। মনের মানুষকে ধরার নিমিত্তে দেহ ও মনোজগতের এক জটিল দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের মধ্যদিয়ে সমাজে প্রবহমান স্রোতের সম্পূর্ণ বিপরীতে নারী দেহ চর্চায় প্রবাহিত হয় বাউলের জীবনধারা। বাউল সাধনা তন্ত্র ও যোগনির্ভর দেহতাত্ত্বিক সাধনা। এদের নানা গুহ্য সাধনপ্রণালী বা ক্রিয়াকরণ রয়েছে যা— গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে, দেহ তত্ত্বের ভেদ জেনে শিখতে হয়। আচারসর্বস্ব ধর্ম সাধনার পথ পরিত্যাগ করে সহজিয়া পথে তাঁরা যে সাধনা করে তাঁর মূল ভাবই গভীর ব্যঞ্জনাময় তাৎপর্য নিয়ে ফুটে ওঠে বাউল গানে।[২] বাউল গানে মানব জীবনের নানা চিত্র, আচরণ, হাসি কান্না, আনন্দ বেদনাসহ রাজবন্দনা, গুরুবন্দনা, বীরবন্দনার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যেও কারো কারো প্রতি নিন্দা, প্রশংসা, গঞ্জনা লক্ষ্য করা যায়— বিশেষত কেউ যদি অসামাজিক কোনো কাজ করে সেক্ষেত্রে তাকে নিন্দা সইতে হয়। এদিক থেকে আমাদের সমাজে নারী খুব নাজুক অবস্থায় আছে। সামান্য পান থেকে চুন খসলেই নারীকে সামাজিকভাবে হেয় করা হয়। অবশ্য নারীর রূপ-গুণের প্রশংসাও আছে প্রাচীন-মধ্যযুগের সাহিত্যসহ লোকসঙ্গীতের বিভিন্ন শাখায়। বিশেষত বাউলতত্ত্বে নারী প্রসঙ্গ এসেছে তাদের সাধনক্রিয়ার অপরিহার্য অঙ্গরূপে। বাউল গানেও

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সরকারি বি.এম.সি মহিলা কলেজ, নওগাঁ।

তাই দেখা যাবে নারীর স্বভাবধর্মের উল্লেখ। এতে নারী কখনো সাধন পথের বাধাস্বরূপ, কখনো বা পুরুষ সাধকের সিদ্ধির উপায়। সুতরাং এতে নারীর প্রতি নিন্দা-বন্দনা দুই আছে।

আর্য আগমন পূর্ব লোকসংস্কৃতির কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি বলে কেউ কেউ চর্যাগীতির জন্মকালকেই লোকসংস্কৃতির শৈশবকাল বলে অভিহিত করেছেন।[৩] চর্যাগীতিকার লেখক বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ সমাজের এই নিচের তলার মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তাঁদের রচিত চর্যাপদে সমাজের নিরবচ্ছিন্ন অভাব ও দারিদ্র্য প্রকট হয়ে ধরা পড়েছে এবং তার ফলে তাঁদের গানে একটি নৈরাশ্য, হতাশাবোধ ও অশ্লীল ভাষার ব্যবহার আছে। রতিনিরোধ বা জন্মনিয়ন্ত্রণ সাধনার অঙ্গ বিবেচিত হওয়ায় সিদ্ধাচার্যগণ নানাভাবে এই রতিনিরোধ বা বীর্য স্খলন বন্ধের কথা তাদের অনুসারীদের বলেছেন। স্বাভাবিকভাবেই এতে প্রজনন প্রক্রিয়ার প্রধান নিয়ামক নারীর প্রসঙ্গ আসবে। আসবে রতি-ক্রিয়ার নারী ও পুরুষের ভূমিকার কথাও।

তিণি ভূঅন মই বাহিঅ হেলে।
হউ সূতেলী মহাসুহ লীলে॥
কইসণি হালো ডোম্বী তোহোরী ভাভরি আলী।
অন্তে কুলিণজন মাঝে কাবালী॥
তই লো ডোম্বী সঅল বিটালিউ॥
কাজণ কারণ সমহর টালিউ॥
কেহো কেহো তোথেরে বিরূআ বোলাই।
বিদুজন লোঅ তোরে কণ্ঠন মেলই॥
কাহ্নে গাই তু কাম চণ্ডালী।
ডোম্বি তো আগলি নাহি ছিনালী॥[৪]

চর্যাপদকর্তা কাহ্নপা তাঁর পদে ডোমনি নারীকে বলছেন কেমন তোর নাগর, একপাশে স্বামী, মাঝে আগন্তুক কাপালিক। ডোমনি তুই সকল নষ্ট করলি, বীর্য স্খলন করলি। ডোমনি তুই কামচন্ডালী তোর চেয়ে বড় ছিনালী আর নেই। লক্ষণীয় 'ছিনালী' শব্দটি এখনো পর্যন্ত পতিতা বা দুশ্চরিত্রা নারী সম্পর্কে গালি হিসেবে প্রযোজ্য।

বাউল কিংবা সহজিয়াদের যৌন-যৌগিক দেহ সাধনায় নারী সঙ্গমে বাধা নেই। তবে কামক্রীড়ায় রতি স্খলন হলে চলবে না। এ সাধনায় শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ বিশেষ কৌশল দ্বারা রতিকে ঊর্ধ্বগামী করা হয়। এতে নারীর সহযোগিতা ছাড়া পুরুষ সাধক সফল কাম হতে পারে না। এই অটলের সাধনায় নারী সহযোগিতা না করায় কোনো কোনো সাধক নারী জাতিকে রাক্ষসী বলে গালি দিয়েছেন।

নারী জাতি রাক্ষিনী, ভুলাতে চায় আমার মন,
দিন দুপুরে ধরে খাবে, আমার বুঝি হয় মরণ।
রাক্ষিনীর ভয়ে আমি ত্যাগ করেছি জঙ্গল বন,
ঘুমের মধ্যে এসে রাক্ষস আমার বুঝি লয় জীবন।
যাবে আমার একুল ও মান, সবাই গাইবে গীবত গান ॥

নারী জাতির নাইরে ধর্ম, হরণ করে সবার মন,
চোর ডাকাতের নাইরে ধর্ম, চুরি করে সবার ধন।
ধন মন সব নিবে হরে, চিন্তা আমার সর্বক্ষণ ॥
নারী রূপে কেউ মজোনা, বলে আবির সর্বক্ষণ,
রূপ দেখায়ে কাছে টানে, শেষেতে করে হরণ।
আমার হলো বৃথা জনম, টেনে ধরছে আমার মন ॥[৫]

সাধক নারীর কাছে সহযোগিতা চেয়েছে। নারী সেখানে রাক্ষষিণী হয়ে তাকে গ্রাস করে জীবন হরণ করতে চায়। নারীর ভয়ে জঙ্গলে গিয়েও পার পায় নি, সেখানেও পুরুষের স্বপ্ন দোষ হয়। কামুক নারীর কাছে আত্মীয় অনাত্মীয় আপন পর বিভেদ নেই। রূপ দেখায়ে কাছে টেনে জীবন হরণ করে। তাই নারীর রূপ লাবণ্যে নিজেকে মজানো থেকে বিরত থাকতে বলেছেন।

নারী মুখে মধুর কথা বলে আর অন্তরে গরলপুরা। পৃথিবীর পাপ আর মৃত্যুর উল্লেখযোগ্য কারণ নারী। ধর্মীয় পুরাণে নারীকে প্ররোচনা কারিনীরূপে দেখানো হয়েছে। যেমন ইসলামি বিশ্বাস মতে আদমকে গন্দম খাইয়ে দুনিয়াতে এনেছে এ নারী। সাধক বলেন:

আদমের তরে বিবি কহিতে লাগিল।
ছলা কলা করে কহে গেঁহু খেতে হল॥
মজাদার হবা শেষে বলিতেছি আমি।
আনন্দ করিয়া গেঁহু খেয়ে লহ তুমি॥
আদম বিবির ভোলে ভুলিয়া যে গেল।
আন দেখি গেঁহু বলে হুকুম করিল॥
বিবিজী হুকুম পেয়ে গেঁহু কাছে গেল।
আনন্দে গেঁহুর ডাল ভাঙ্গিয়া লইল॥
ডাল থেকে লহু জারি তখনই হইল।
ডাকিয়া বিবিরে আল্লা কহিতে লাগিল॥
আল্লা বলে বিবি তুমি জানিবা ইহাই।
মাসে মাসে লহু জারি হইবে তোমায়॥[৬]

বিবি হাওয়া ছলা কলা করে ফুঁসলায়ে আদম (আ.) কে গেঁহু বা গন্দম খাওয়াল। আল্লা আদমকে গন্দম খাওয়া ও এমনকি গন্দম গাছের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করেছিলেন। আজাজিলের কুমন্ত্রণায় বিবি হাওয়া গন্দম ছিড়ে এনে দু'জনে খায়। আল্লাহর আদেশ অমান্য করায় আল্লাহ রাগান্বিত হয়ে তাঁদের দেহ থেকে বেহেস্তি পোশাক খুলে নিয়ে দুনিয়াতে নিক্ষেপ করেন। আদমকে নিক্ষেপ করে সরন্দিপের পাহাড়ে। আর বিবি হাওয়াকে নিক্ষেপ করে জেদ্দার মাঠে। আদি নারী হাওয়ার কারণেই মানুষকে দুনিয়াতে আসতে হয়েছে। তাই সাধক নারীর সঙ্গ নিতে নিষেধ করেছেন:

মেয়ের সঙ্গ নিসনারে তোরা॥
মেয়ে সঙ্গ করে পড়বি ফেরে, করবে তোরে আধা পোড়া॥
তোর মন মানেনা একা, মেয়ের সাথে হলে দেখা,
মিলন হতে হয় আকাঙ্ক্ষা,

হয় নারে তোর ধৈর্য ধরা॥
মেয়ের রূপ দেখে তুই হলি মাতাল,
রূপ নয়রে মাকালের ফল,
ভিতরে কালো বাহিরে লাল,
খাসনে পাগল যাবি মারা॥
থাকতে কেউ পারে না একা,
মেয়ে পেলে সবাই বোকা,
পা-ধরে যায় না রাখা, আজাদ খেয়েছে ধাক্কা,
যাসনে তোরা ঐ জাগা॥[৭]

নারীর সঙ্গ নিলে বিপদে পড়বে, আধাপোড়া করে ছাড়বে। নারীর সাথে দেখা হলেই এতই মিলনাকাঙ্ক্ষা হয় যে ধৈর্য ধরা হয় না। নারীর যে রূপ দেখে মানুষ মাতাল হয় তা যেন মাকাল ফলের মত, বাহিরে লাল ভিতরে কালো। কবি সাবধান করে দিয়েছেন, নারীসুধা খেলেই মারা যাবি। সাধক নারী কলে পড়তে বারণ করেছেন:

লোভে ভুলে নারী কলে পড়িসনা করি মানা।
কত বীর বুদ্ধিমান, জ্ঞানী বিদ্বান মারা যাচ্ছে কতজনা॥
কলাপাতা আছে চিরদিন,
কত মানুষ মরলো কলে ঠিক করা কঠিন,
পুরানো নুতন হচ্ছে কলের গড়ন, সৃষ্টি কর্তার কারখানা
কলের বিচিত্র গড়ন, দেখলে চোখে ভুলায় তাকে,
এমনি আকর্ষণ, আকর্ষণে কাছে টানে,
ধরলে তাকে ছাড়েনা।
যার আছে গুরু বল, সে বশ করেছে কল
ইচ্ছেমত চালায় বসে, বাঁচে চিরকাল,
আরজান বলে আজাদ না শিখিলে,
ঐ কলের হাতে বাঁচবিনে॥[৮]

অনেক বুদ্ধিমান, জ্ঞানী বিদ্বান এই কলে পড়ে মারা যাচ্ছে। এই কলের কারিগর সৃষ্টিকর্তা। পুরাতন কল থেকেই নতুন বিচিত্র কল তৈরি হচ্ছে। এই নতুন কলের মোহ, লোভ, আকর্ষণ আরো বেশি। তবে যে গুরু সাধন করে গুরুবল অর্জন করেছে, সে কল বশ করতে পেরেছে। সারা রাত তরী চালালেও তরী ডুববে না। এই শক্তি যে সাধক অর্জন করতে পেরেছে সেই সাধনায় সফলকাম হয়েছে। শক্তি অর্জন না করে সাধক নারীর সঙ্গ নিতে, নারীর ফুল ছুঁইতে নিষেধ করেছেন।

নারী সঙ্গ লইও নারে, নারী সঙ্গ লইও না
নারীর ফুল ছুঁইও না।

কুঞ্জে বসিয়া পড় রাব্বানা রাব্বানা
নারীর অন্তরে আছে শয়তানের কারখানা
দেখি হইওনা দেওয়ানা।
ডুব দিও না কুল পাবে না, ডুবলে ভাসি উঠবে না।
সাত রকম নারী আছে তারে চিন আগে
নইলে দিনে খাইবে বাঘে
আরিফ হইয়া জরিপ কর, পাইবে তাহার ঠিকানা॥
যতদিন নারী সোয়ামী আছে ততদিন নারী
পরে যাইবে তোমায় ছাড়ি হায়
নারীর মক্কর ভবের চক্কর এই চক্করে পইড়োনা।
শাহ আবদুর রকীব বলে নারীর সঙ্গ ছাড়
কেবল বন্ধুর সন্ধান কর
দুঃখে সুখে রইবে সাথে কভু তোমায় ছাড়বে না॥[৯]

কারণ নারীর অন্তরে আছে শয়তানের কারখানা। নারীতে ডুব দিলে কুল পাবে না, ডুবে মরবে। সাত রকম নারী আছে গুরু ধরে চিনতে হবে। নারীভেদে অটল সাধনার শিক্ষা অর্জন করতে হবে, তাহলে নারী-বাঘে খাইতে পারবে না। নারীর প্রেম আসলে সুধা নয়, এ যেন বিষ। বাউল সাধক তাঁর গানে বলেন:

নারীর প্রেম, সুধা নয়রে বিষ।
বাহিরে সুধার জ্যোতি, ভিতরে বিষে ভর্তি,
বিষ খেয়ে মরিস।
সুধা খেলে যায় ভব ক্ষুধা, বিষ খেলে হয় যন্ত্রণা,
বিষ রেখে শিখতে হয়, সুধা খাওয়ার মন্ত্রণা,
তুই না জেনে কী করিস।
দেখে ঐ বিষের বোতল, সুধার আশায় পান করলি হলাহল,
দিবারাতি জ্বলছে অনল, তবুও বোতল ধরিস।
সুধা বিষ পৃথক করেছে যে জন
বিষ রেখে সুধা পান করেছে সে জন।
ভ্রমে অন্ধ আজাদ অজ্ঞান, দিবারাতি বিষে জ্বলিস॥[১০]

নারীর বাহিরে চাকচিক্য সুধার জ্যোতি মনে হয়, আসলে ভিতরে গরল। নারীর ভিতরে একই জায়গায় আছে সুধা ও বিষ। সুধা খেলে মিটে ভবক্ষুধা, আর বিষ খেলে বাড়ে ভবযন্ত্রণা। সুধা আর বিষ পৃথক করার নিয়ম জানতে হবে গুরুর কাছে।

মানবদেহ মহাসত্তার একটি বিশাল রাজত্ব 'যাহা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তাহা আছে মানব ভাণ্ডে। সাঁইকে পাওয়ার জন্য সাধকরা দেহ সাধনার পথ অবলম্বন করেছেন। দেহের বীর্যকে

'গুরুবস্তু', 'গুরু ধন', 'মহাজনের মাল', 'পুঁজি' ইত্যাদি বলে সাধকেরা আখ্যায়িত করেছেন। দেহের সারবস্তু এই বীর্য, মানুষের পরম সম্পদ। নারী এই বীর্য সম্পদ কেড়ে নেয়। তাই সাধক নারীকে বিশ্বাস করতে মানা করেছেন। সাধক বলেন:

নারী জাতি বিশ্বাস করে কে,
অন্তরেতে গরল ভরা, মিষ্ট কথা কয় মুখে ॥
নারী জাতির এমনি ধারা, বুকে তাহার নিশান খাড়া,
কথা কয়না দেয় ইশারা, পাগল করলো আমাকে ॥
স্বামীর কাছে সোহাগিনী, ইশারা দেয় মনে,
চক্ষে তাহার সর্পের ফনি, নুনি খাওয়ায় বন্ধুকে ॥
জগৎ বেড়ে নারীর কথা, বলেনা সে মনের কথা,
ফাঁদ পাতা জগৎ জোড়া, মরছে সদা ঐ ফাঁদে।
নারীকে বিশ্বাস করিয়ে, মরছে আবির এ জগতে,
নারী ছাড়া সংসার হয় না, তাই ভাবী আমি মনে ॥[১১]

নারীর মুখে মিষ্টি অন্তরে বিষ। মিষ্টি কথা, আর বুকের নিশান দিয়ে, মানুষকে পাগল করে ফাঁদে ফেলে। জগৎ জোড়া এই ফাঁদ পাতা আছে। গুরুর কাছ থেকে জেনে নিতে হয় এই ফাঁদ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়।

সাধকরা বীর্য বা বিন্দু রক্ষার জন্য সতর্ক এই জন্য যে— অতিরিক্ত বিন্দু ক্ষয়ের ফলে মানবদেহ ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আয়ুষ্কাল কমে যায়। দেহ রোগাক্রান্ত হয়, দৈহিক ও মানসিক শক্তি লোপ পায়। লোপ পায় দৃষ্টিশক্তি ও জীবনীশক্তি। বিন্দু রক্ষা সাধনার মাধ্যমে মানুষের আয়ু বৃদ্ধি পায়। এই বিন্দু সাধনাকে অটল সাধনাও বলা হয়। এই অটল সাধনার জন্য নারীর বিশেষ গুরুত্ব ও সম্মান আছে। নারীর সহায়তা ছাড়া কারো পক্ষে দেহ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা সম্ভব নয়। নারীদেহে নানা মূল্যবান বস্তু রয়েছে। সাধিকা নারীর সঙ্গ ছাড়া সিদ্ধ হয় না পুরুষ দেহ। বাউলের কাছে মানবদেহ মসজিদ বা মন্দির সমতুল্য। এই মসজিদের বা মানবদেহের পবিত্রতা রক্ষা করতে হলে গুরুবস্তু বা বীর্য রক্ষার বিকল্প কিছু নেই। বাউলেরা মনে করে বীর্য হচ্ছে মানবদেহের চালিকা শক্তি। এই বীর্য নষ্ট করা মহাপাপ। অটল সাধনার জন্য সাধকেরা মল, মূত্র, রজঃ, বীর্য বিনা দ্বিধায় সাধনার অঙ্গ হিসেবে ভক্ষণ করেন। রমণীর ঋতুস্রাবের প্রথম তিনদিন অটল মানুষ মস্তক থেকে নেমে এসে রজের সাথে মিলিত হয়ে মূলাধারে আত্মপ্রকাশ করেন। চতুর্থ দিন তিনি পুনরায় মস্তকে ফিরে চলে যান। সাধকেরা এই তিনদিন মীনরূপী সাঁইকে ধরার নিমিত্তে ত্রিবেণীর ঘাটে শিকারীর মতো বসে থাকেন। এই তিন দিনকে সাধকগণ মহাযোগ ও প্রথম দিনকে অমাবস্যার কাল বলে থাকেন।[১২] এ সময় পূর্ণ চন্দ্রের উদয় হয়। অনেক সাধক রজঃ স্রাবের প্রথম দিন প্রথম বর্ষণের বিন্দু পান করেন। কারণ জরা মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে

অমরত্ব লাভ করতে এই বিন্দু পান অবশ্যই করতে হয়। নারী পুরুষের বিন্দু হরণ করে সাধনায় ক্ষতি করে, এজন্য নারীকে কালসাপিনী বলা হয়েছে একটি গানে:

মেয়ে রূপী কালসাপিনী জগত খেয়ে চেয়ে রয়,
যত আছে মায়ের বংশ আদ্যাশক্তির অর্ধ অংশ।
তার কাছে সবাই ধ্বংস, ধনী কাঙাল যত রয়,
ফুল ফোটে যার বার মাস, তাতে হয় শক্তির বিকাশ
তার চরণে হইয়া দাস, মধু খায় সে মৃত্যুঞ্জয় ॥
উথলিয়া লোহিত সাগর, তিন দিন ভাসে নহর,
মানুষ গড়া ছাঁচের ভিতর, নতুন মানুষ জন্ম লয়।[১৩]

নারীদেহে মাসান্তে জোয়ার আসে। এই জোয়ার নারী দেহে শক্তি বাড়ায়। এই শক্তির কাছে সব পুরুষ ধ্বংস হয়। এই নারীর চরণে ভক্তি দিয়ে যে সাধক মধু পান করে সে শক্তি সঞ্চয় করে, দীর্ঘজীবী হয়। বিন্দু পান করলে, দেহ অটল হয়, মৃত্যুর দূত বা শমন জ্বালা ঘুচে যায়।[১৪] বিন্দু পান সম্পর্কে সাধকেরা বলেছেন:

ক. তার এক বিন্দু পরশিলে শমন জ্বালা ঘুচে যায়।
খ. তার এক বিন্দু পরশিলে এড়াবে শমন।
গ. রস পানে জানে তারা অমৃত সেবন।[১৫]

সাধকেরা মনে করেন মানবজীবন ও মানবদেহ মহামূল্যবান। তাঁদের সাধনার মূল আশ্রয়ই দেহ। নরনারীর গভীর প্রেম দেহমিলনের চরম উপলব্ধিতে আধ্যাত্মিকতায় উপনীত হয়। রতি নিরোধের মাধ্যমে দেহ অটল করার বা দীর্ঘায়ু লাভের চেষ্টা করেন। অধর মানুষকে ধরতে হলে 'রস মৈথুনের যুগল কলের' একান্ত প্রয়োজন। এই যুগল সাধনা দুই প্রকার। যেমন: স্বকীয়া ও পরকীয়া। স্বকীয়া-সাধনায় সিদ্ধিলাভ সত্বর হয় না। পরকীয়া সাধনাই অধিকতর ফলপ্রসু।[১৬] যেমন:

ক. পরকীয়া রতি করহ আরতি
সেই সে ভজন সার।[১৭]
খ. পাত্রযোগ্য হলে হবে পরকীয়া রস আস্বাদন
আত্মা ধীর শান্তরতি, অনিত্য হবে সাধনা ॥[১৮]
গ. পরকীয়া অধিক উল্লাস
কোন রসের হলে প্রকাশ
যার অঙ্গে রসিক নির্যাস, পরকীয়া গুণ গায়।[১৯]

পরকীয়া রতি যে গ্রহণ করতে পেরেছে, তার সাধন ভজন সার্থক হয়েছে। যোগ্য সাধিকা পরকীয়া নারী সঙ্গ পেলে আত্মা স্থির হয় রতি শান্ত হয়, রতি স্খলিত হয় না। স্বকীয়ার চেয়ে পরকীয়াতেই আত্মা অধিক উল্লাস ও আনন্দ পায়। সাধক যত রসিক নারী স্পর্শ পায়,

আত্মা তত বিকশিত হয়।[২০] তবে মিলনে যদি নারীর সহানুভূতি না থাকে তবে সাধকের সাধনা লণ্ড ভণ্ড হয়ে যায়। সাধক বলেন:

তুমি নারী ভয়ঙ্করী তোমার লীলা বুঝা হল ভার
লণ্ড ভণ্ড কুকাণ্ড সব তোমার॥
সৃষ্টি স্থিতি লয়, তোমা হতে হয়,
চন্দ্র-সূর্য আর হুতাশন, তিন ধারাতে তোমার গড়ন,
যখন সে ধারা কর গ্রহণ-অগ্নি-জল-পবন তোমার ভিতর॥
তুমি ভুলিয়ে রাখ রূপ-যৌবনে, ঘুরাও ফিরাও নয়ন বাণে,
বাধ্য কর প্রেম আলিঙ্গনে-তোমার পদতলে এ সংসার॥
তুমি ভবতরী ডুবাও অতল তলে, ভাষাও তাহা আবার কাউকে নিয়ে কোলে,
অবোধ আজাদ নারী জাতির ছেলে
জগতের নারী মা আমার॥[২১]

নারী জাতি জগতে ভয়ঙ্করী। তার লীলা বুঝা কঠিন। নারীতেই সৃষ্টি হয়, লয় হয়। নারীর কুকাণ্ডে লণ্ড ভণ্ড হয়ে যায় জগৎ সংসার। মানুষের জীবন তরী অকালে ডুবিয়ে দেয় নারী। আবার কাউকে তার স্নেহ ভালবাসা দিয়ে লালন করে। যে সমস্ত নারী ইশারায় ডেকে নিয়ে ডাকাতের মত মাল বস্তু কেড়ে নেয়। যারা নারীকে চিনতে পারে না, তাদের জন্য বিপদ আছে। সাধক বলেন:

মেয়ে না চিনিতে পেরে
হল বিষম দায়
মেয়ে সর্বনাশি জগৎ ডুবায়
মেয়ে ভজতে পারলে, পারে যাওয়া যায়।
মেয়ে যাকে স্পর্শ করে,
পাঁজরাকে ঝাঁঝরা করে,
কাঁচা বাশে যেমন ঘুন ধরে,
মেয়ে কটাক্ষ-বাণ হানে যারে,
তার মাথার মণি খসে পড়ে ॥[২২]

নারী সর্বনাশী; জগত ডুবালেও নারীই পারে পুরুষকে উদ্ধার করতে, ভবজীবনের জ্বালা থেকে বাঁচাতে। তাকে যারা ভজনা না করে তার সঙ্গ নেয় তার পাঁজরা ভেঙ্গে ঝাঁঝরা করে দেয়। কাঁচা বাঁশে ঘুন ধরার মত অকালে জীবন নষ্ট হয়ে যায়। অনেকে সাধনায় সিদ্ধি লাভ না করে শ্রীচৈতন্যের দোহাই দিয়ে নারী ভোগ করতে চায়।

দিয়ে চৈতন্যের দায়, মাগীর পিছনে বেড়ায়,
যেমন কুকুর পাল পায়, রিপু অসাধ্য না হয় বাধ্য
কেবল মাগীর ধন ভাই, সত্য বলতে নাই,
আমি ভাবি সদাই, ওরে সত্য ধর্ম না হয় কর্ম
শেষে হুতুমেতে টেনে খায়।
সত্য ধর্ম যে করে, মাগীর পাছ না সে ধরে

গুরু সাধিয়ে তরে, এবার গুরুর চরণ করে ভজন,
গোঁসাই গোপাল কয় শমন এড়ায়।[২৩]

অনেক কুমতলবী মানুষ শ্রীচৈতন্যের দোহাই দিয়ে নারীর পিছনে ছুটে বেড়ায় তারা সত্যধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়। রহস্যময়ী নারীর রহস্য উদ্‌ঘাটন বাউলদের একটি বিশিষ্ট সাধন পদ্ধতি। এতে নারীকে উচ্চস্তরের মর্যাদা দেয়া হয়। নারীকে মাগি বলে যারা গালি দেয়, তাদেরকে কঠিন ভাবে গালির ভাষায় জবাব দিয়েছেন বাউল লতিফা বেগম:

নারীকে মাগী বলে ডাকিস না
নারীর উদরে জন্ম তোমার
চুদানীর ব্যাটা তুমি কি তা জাননা।[২৪]

নারীর উদরে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্ম। তাকে অসম্মান করলে মানব জাতির অসম্মান করা হয়। নারী জগৎ জননী তার অমর্যাদা করে কেহ বড় হতে পারে না। নারীর মর্যাদা সবার উপরে।

মেয়ে নিন্দা করিও না
মেয়ে নিন্দা ভাল না
মেয়ের পেটে জগৎ পয়দা
সে কথা সবার জানা।
যে মেয়ের দাম দিয়াছেন
নিজে আল্লা জান না।[২৫]

নারী বাউলের কাছে পূজনীয়। তাদের ধারণা, নারী হতেই জগৎ সৃষ্টি। যে নারীর মর্যাদা স্রষ্টা নিজে দিয়েছেন। তাই বাউল গানে মেয়ে নিন্দা করতে নিষেধ করা হয়েছে। তার অমর্যাদা করা মহাপাপ। এই নারীকে সবাই চিনতে পারে না। সাধক বলেন:

মেয়ে চিনতে পারে কয়জনা॥
এই বাজারে তামার দরে বিকাছে খাঁটি সোনা॥
যার নাই তুলনা এই ভুবনে, আদি হতে এসেছে নেমে
সেই মেয়েকে যে না চেনে, সংসার ধর্ম তার হবে না॥
আছে মেয়ের অনন্ত শক্তি, যে না জানে তার হয় দুর্গতি॥
চিনেছে যে করে ভক্তি, পূর্ণ হয় তার বাসনা॥
মেয়ের কাছে স্বর্গনরক রয়,
গুরু ধরে জানতে পারে যার ভাগ্যে হয়,
মেয়ে বিনা কারো মুক্তি হবে না,
আজাদের ভাগ্যে তা মিললো না।[২৬]

নারীর আসল রূপ মানুষ চিনতে পারে না। যে নারী আদি হতে নেমে এসেছে। তার তুলনা এই ভুবনে হয় না। স্বর্ণময় নারীকে তামার মত মানুষ অবহেলা করছে। নারীর ভিতর আছে

অনন্ত অসীম শক্তি। তাকে পূর্ণ ভক্তি দিতে যে ব্যর্থ হবে, তার জীবনে দুর্গতি নেমে আসবে। তাঁর সংসার ধর্ম হবে না। নারীকে চিনে যে তাকে পরিপূর্ণ ভক্তি দিয়েছে সেই সফলকাম হয়েছে। মানুষের মুক্তি রয়েছে নারী ভজনায়। তার কাছে রয়েছে স্বর্গ-নরক। গুরু ধরে গুরুর কাছে জেনে নিতে হয় নারী ভক্তির উপায় ও মুক্তির পথ। বাউল সাধনায় নারী অপরিহার্য, সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য নারীর করুণা, সহযোগিতা দরকার। সাধক নারীকে ভজনা করতে বলেছেন। নারী ছাড়া কূল পাওয়া যাবে না।

নারী বিনে কূল পাবি না মন ভোলা
নারী তোর জাতক গুরু কল্পতরু, তারে ভুলে কোন পাগেলা ॥
নয় বাবা তোর মাটির জাতি হাওয়া মার পাইয়ে জ্যোতি,
তাই তো সাজে জগৎ পতি ফেরেশতার সেজদা পাইল ॥
পুরুষতনকে ফেরেশতা গড়ে নারীরতন কেবা গড়ে,
সরকারী বাত বানায় হাড়ে অন্ধ দেখায় রূপের মেলা ॥
নারী কায়াতে সব কায়া পায়, গাছ বিনে কি ফল স্বরূপ পায়।
নারী ছাড়া করনা মিলিত ধারা, নারী অম্বুতে শম্ভুর খেলা ॥
ব্রহ্মার জন্ম নারী পটে, বিষ্ণু তার চরণে লুটে,
নারীর পতি শম্ভু বটে, মুক্তি দিল নারীর চরণ ভেলা ॥
পাক পাঞ্জাতন যারে বলে চারতন ঝুলে নারীর গলে
মিছে দোষো নারী দেখিলে শুচিকর স্বভাব ঘোলে ॥[২৭]

নারীই সাধনার আসল গুরু। বাবা আদম মা হাওয়ার জ্যোতিতে শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হয়ে ফেরেশতাদের সেজদা পেয়েছে। আদম দেহ ফেরেশতা তৈরি করেছে। আর হাওয়াকে তৈরি করেছেন স্বয়ং আল্লাহ। সেই বিবেচনায় নারীর মর্যাদা সবার উপরে। গাছ বিনে যেমন ফল হয় না। তেমনি নারী বিনে মানুষ সৃষ্টি হতে পারে না। সাঁই যখন পাকপাঞ্জাতন রূপে অবস্থান করছিলেন তখন মা ফাতেমার মাথায় ছিল নবী মুহম্মদ, বক্ষে ছিল হজরত আলী ও দুই বাজুতে ছিল ইমাম হাসান হোসেন। সেই পাক পাঞ্জাতনের মা ফাতেমা থেকে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। তাই নারীকে জগৎ জননী ও চেতন গুরু বলা হয়।

গুরু বস্তু চেতনের ঘরে
চেতনের সঙ্গ ধরে চিনে নাও তারে॥
চিৎশক্তি উৎপত্তি যথায়
চেতন মানুষ তারে কয়।
তারে ধরে চেতন প্রাপ্তি হয়
এই সংসারে।
যে দেশে চেতন ধ্বনি
শিরে নাও তার চরণ খানি
গুরু বস্তু মিলবে এখনি

নহে তা দূরে॥
আগমেতে গেলরে জানা
শক্তির দ্বারে গুরু জনা
দুদ্দু বলে পরশে সোনা
আপন ঘরে।[২৮]

নারী বিনে সাধনা সার্থক হতে পারে না। নারীকে সাধনার ভাষা অনুযায়ী 'প্রকৃতি' নামে সম্বোধন করা হয়। বাউল পরিভাষায় নারীর বিভিন্ন নাম। কোনো ক্ষেত্রে 'চেতন' নামেও নারীর উল্লেখ করা হয়েছে। সাধক নিরন্তর ধ্যানের মাধ্যমে জানতে পেরেছেন চেতন মানুষের মাঝেই সেই অচিন মানুষের সন্ধান মিলে। চেতন মানুষের চরণ শিরে ধারণ করে ভজনা করলেই সেই সোনার মানুষের পরশ মিলবে।

কোথা আছেরে দীন দরদী সাঁই
চেতন গুরুর সঙ্গ লয়ে খবর করো ভাই
চক্ষু আঁধার দেলের ধোকায়
কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়
কী রঙ্গ সাঁই দেখছে সদায়
বসে নির্গম হাই
এখানে না দেখলাম যারে
চিনবো তারে কেমন করে
ভাগ্যেতে আখেরে তারে
দেখতে যদি পাই॥
সমবেন সুমঝে ভবে সাধন করো
নিকটে ধন পেতে পারো
লালন কয় নিজ মোকাম ঢেঁড়ো
বহুদূরে নাই॥[২৯]

বাউল সম্রাট লালন শাহ দীন দরদী সাঁইকে চেতন গুরু নারীর মাঝেই খুঁজে পেয়েছেন। নারীর মাঝেই সাঁই নিগুম হয়ে খেলা করছেন। এখানে যাকে দেখা যায় না, ভাগ্যক্রমে পরপারে তার সাথে দেখা হলে তাকে চিনবে কি প্রকারে। চর্মচোখে যাকে দেখা যায় না, তার উপাসনা করতে নারাজ বাউলেরা। তাই সাধক বুঝে-সুজে সাধনা করতে বলেছেন। সেই অচিন মানুষকে খোঁজার জন্য দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। চেতন গুরু বা নারীর কাছে সন্ধান করলেই খবর হবে। ভক্তির বাঁধন দিয়ে চেতন গুরুকে ধরতে পারলে সাঁইয়ের ঠিকানা তিনিই দিতে পারবেন। বুঝে সাধন করতে পারলে নিকটেই তাঁকে পাওয়া যাবে। বাউল সম্রাট লালন শাহও নারীকে চেতন গুরু বলেছেন। এই জগৎ সংসারে বাঁচতে হলে আগে নারীকে চিনতে হবে।

যদি বাঁচতে চাও এই সংসারে॥
আগে চেনো মেয়ে, ধর পায়ে, নিয়ে যাবে ভবপারে॥
যে নিয়েছে মেয়ের শরণ, তার হবে না জ্যান্তে মরণ,
সে দিবা রাতি সাধবে চরণ শমনে ছোঁবে না তারে॥
মাটির মূর্তি করে গড়ন, প্রতিমা পূজা করে ব্রাহ্মণ,
প্রকৃতি প্রতিমা ঘরে বর্তমান, তাকে রেখে মাটির পূজা করে॥
প্রতিমা আছে প্রতি ঘরে, কাছে রেখে চিনলে না তারে,
না করে পূজা, আজাদ পেলো সাজা
সত্য কি মিথ্যা বিচার করে॥[৩০]

সাধিকা নারীকে যে চিনতে পারবে, সে দিন রাত তার চরণ ভজন করবে। শমন বা আজরাইল তাকে ছোঁবে না। ব্রাহ্মণ নিজ হাতে মাটির মূর্তি তৈরি করে তার পূজা করে। মূর্তি তো মানুষের তৈরি, আর নারী প্রতিমা আল্লার তৈরি। এই প্রতিমা আছে মানুষের ঘরে ঘরে। নিজের ঘরে জ্যান্ত নারী প্রতিমাকে চিনলে না। এই নারী বা মা, জগতের শিরোমণি। সাধক বলেন:

মা জগতের শিরোমণি, মা জগতের শিরোমণি
মা হলো পরম দাতা, শিরের জীবন আত্মা
শিশু পালন কর্তা, মা জননী
মা হলো পরম গুরু, ঐ ভবের কল্পতরু।[৩১]

বাউল পন্থায় নারীর বিশেষ গুরুত্ব ও সম্মান আছে। ধরণীর রসে নারী, তারই উপাসনা বাউল মতের মর্মকথা। নারী অর্ধচেতন পুরুষ শুক্রকে নিজ সত্তার সঙ্গে মিলিত করে প্রাণ সঞ্চার করেন এবং দেহীর জন্ম দেন। নারী বা মায়ের জাতির শ্রদ্ধা সবার উপরে। মা হলো পরম দাতা, সন্তান তার গর্ভে আশ্রয় নেয়, মা তাকে আত্মা দান করেন, লালন করেন নিজ রক্ত অস্থি মজ্জা দিয়ে। ভূমিষ্ঠ হবার পর আবার সন্তানকে পরমস্নেহে লালন-পালন করেন। উপযুক্ত সম্মান জানানোর জন্য সাধক নারীর চরণ মাথায় নেয়ার কথা বলেন:

মেয়ের চরণ নেরে মাথায় করে।
মেয়ে বিনে এ ভুবনে গতি নাইরে॥
ত্যাজে নারী বনবাসী
হলিরে মর্কট সন্ন্যাসী।
মেয়ের চরণে গয়া কাশী
দেখলিনে-রে' ॥[৩২]

নারীর চরণ ভজন ছাড়া এ ভুবনে গতি নাই। যারা নারীকে ত্যাগ করে বন জঙ্গলে গিয়ে সাধনা করে তাদেরকে সাধক মর্কট সন্ন্যাসী বলেছেন। গয়াকাশী মক্কা মদিনা গমন করে লাভ নেই। এই নারীর চরণ ভজলেই সব মিলবে। রহস্যময়ী নারীর রহস্য উদ্ঘাটন বাউলদের একটি বিশিষ্ট সাধন পদ্ধতি। এতে নারীকে সমান ও স্বাধীন মর্যাদা দেয়া হয়। বাউলেরা বিশ্বাস করে জগৎ-জননীই বাস্তব সংসারে ঘরে ঘরে বিরাজ করে। মায়া'র চরণ ভজন ছাড়া মুক্তি পাওয়া যাবে না। এ জগতে মায়া'র চরণ অমূল্য ধন। পাগলা কানাই বলেন:

মা'য়ার চরণ অমূল্য ধন এ সংসারে,
হায়রে তোর বাবা—
তোর বাবার বাবা, সেও দেখ মায়ের পায় ধরে,
আছে জগৎ জুড়ে—
তাই পাগলা কানাই কয়, এই জগতে মা বলে সকলে।[৩৩]

সাধন জগতে পূর্ব পুরুষের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়— বাবা, দাদা সবাই মায়ের চরণ ভজনা করেছে। আজকের সাধকও মায়ের চরণ ভজনা করে বেঁচে আছে। প্রেম সোহাগের পরশরতন মায়ের কাছেই পাওয়া যায়। হালিম বয়াতি বলেন:

প্রেম সোহাগে পরশ রতন
মাইয়ার কাছে পাওয়া যায়
সেই পরশ স্পর্শ করলে
লোহার টুকরা স্বর্ণ হয় ॥
মাইয়ার গুণে পরশ রতন জনম নিচ্ছে নিত্য নতুন
মাইয়ার গুণে হজরত আদম আসিল এই দুনিয়ায়॥
নারী জাতি প্রেমের গুরু
রূপ রস গন্ধে প্রেমের গুরু
মনবাঞ্ছা কল্পতরু
স্পর্শে পূর্ণ হয়॥[৩৪]

নারীর প্রেম সোহাগ ভালবাসার পরশে জীবনস্বর্গে পরিণত হয়। এই নারীই মহামানবের জন্ম দিচ্ছে। নারীর প্রেমের টানেই হজরত আদম দুনিয়ায় এসেছে। নারীর রূপ রস গন্ধের বিচারে প্রেমের গুরু, তৃষ্ণার্ত মনের আশা পূরণ করে। সর্বসত্তা দিয়ে নারীকে ভক্তি দিলেই নারীর পূর্ণ ভালবাসা পাওয়া যায়। তাই সাধক বলেছেন মায়ের চরণে ভক্তি করলে মুক্তি পাবে।

করলে ভক্তি পাবে মুক্তি মায়ের ঐ চরণ।
যার দুগ্ধ খেলি, ভুলে গেলি, কে করল পালন॥
মা জননী শূন্যকারে, ছিল হাওয়া রূপটি ধরে।
তখন কেউ নাই সখা ছিল একা জগৎ মা খাতুন।
শূন্যের উপর নীরের আকার, নীর হইতে নুর হয় প্রচার।
দুগ্ধের মধ্যে মাখন তৈয়ার নুর হয় ঐ মতন॥
দেখে সে কুদরতি গঠন, ডাবের মধ্যে নারকেল যেমন
বাবা হলে তেমনি মতন, নসের শাহ'র বচন॥[৩৫]

এই মা'ই প্রত্যেক সন্তানকে স্তনের দুগ্ধ খাওয়ায়ে তিলে তিলে বড় করে তুলেছেন। সমস্ত জগৎ পৃথিবী মায়ের কাছে ঋণী। আদিতে মা জগৎ জননী শূন্যে নীর আকারে হাওয়ার রূপ ধরে ছিল। তখন কোন কিছুই সৃষ্টি হয় নি। সে নীর থেকে নুরের সৃষ্টি। সে নুর থেকে আসমান জমিন মানবকুলের সৃষ্টি হয়েছে। তাই নারীকে যথাযথ শ্রদ্ধা না জানালে মুক্তি মিলবে না। এই নারীর মাঝেই আল্লাহ রাসুলের সত্তা বিরাজমান। সাধক বলেন:

কোথায় আল্লা, কোথায় রাসুল
কে জানে ভাই, কে জানে
নারীর মাঝেই রাসুল আছে
ভজো নারী সাঁই জ্ঞানে॥[৩৬]

বাউল সাধনায় দেহকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং সে কারণে এই সাধনায় গুরুর প্রাধান্য। গুরু ছাড়া এই সাধনায় সফলতা আসবে না। মুর্শিদ যেমন জীবনের জন্য অপরিহার্য, তেমনি সাধনার জন্য চেতন গুরু বা নারী সাধিকা অপরিহার্য। যথার্থ সাধিকার সঙ্গ ছাড়া সিদ্ধ হয় না পুরুষ দেহ। নারীর শ্বাসের কাজ, দেহতত্ত্ব জানা, বস্তু রক্ষার প্রণালী পুরুষের মতই। নারীর গুপ্ত অঙ্গ, দৈহিক গঠন এবং দেহবর্ণনানুযায়ী তাকে পদ্মিনী, হস্তিনী, শঙ্খিনী এবং চিত্রিনী রূপে চিহ্নিত করা হয়। সাধনায় শঙ্খিনী ও পদ্মিনী সাধিকা নারীই পারে পুরুষের দেহ শুদ্ধ করতে। তবে এই নারীর সংখ্যা অতিবিরল। বাউল কবি বলেন:

শুদ্ধ প্রেম হবে বলো কি করে।
চার রকম নারী চার রকম পুরুষ বাস করছে এ সংসারে ॥
শাস্ত্রে শুনতে পাই— কোটির মধ্যে দুটি হয়,
শঙ্ক সাধক পদ্মিনী তাদের কয়, শুদ্ধ প্রেম তাদের ভিতরে।
যত প্রেম চলছে ভবে, যার যে স্বভাব সেই মত হবে,
মন্দকে সে ভাল করতে পারে, সৃষ্টির ভুলকে সারাতে পারে।[৩৭]

বাউল সমাজ নারী-পুরুষ দু'জনকে সমান মনে করে। কিন্তু তত্ত্বগতভাবে নারীই শ্রেষ্ঠ। নারী দীক্ষা নিলে সে গুরুর সম্পত্তি বলে বিবেচিত হয় এবং স্বামীর সঙ্গে তার মাতৃ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বাউল স্বামী দীক্ষিতা স্ত্রীকে প্রণাম করে। স্ত্রী গুরুর সম্পত্তি। তাকে রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার স্বামীর আছে। কিন্তু যথেচ্ছ ব্যবহারের অধিকার নেই। গালি দেয়া বা স্ত্রীকে মারা বাউল তত্ত্বে গর্হিত অপরাধ। নারীকে ভজনা করার, মান্য করার, তার অধীনতা স্বীকার করে তাকে প্রসন্ন করার তত্ত্ব গুরু শিষ্যকে জানান।

নারী আদ্যাশক্তি। তিনি অর্ধচেতন পুরুষ শুক্রকে নিজ সত্তার সঙ্গে মিলিত করে প্রাণ সঞ্চার করেন এবং দেহীর জন্ম দেন। নারী বা মায়ের জাতির শ্রদ্ধা সবার উপরে। বাউল তাঁর প্রার্থিতকে লাভ করতে চেয়েছেন দেহের সীমার মধ্যে, কারণ তাঁর চেতনার মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডকে তিনি নির্মাণ করে নিয়েছেন নারী দেহের আধারে। নারী দেহে সাধন হয় সর্বত সার–সহজিয়া সাধনার মূলভাবকে বাউল তার সাধনায় গ্রহণ করেছেন। নারীর দেহ ও মনের এক বিচিত্র রসায়নের ওপর দাঁড়িয়ে আছে তার দেহ সাধনার জগৎ। বাউলেরা জীবনের বিপুল অভিজ্ঞতা ও নারী সাধনালব্ধ জ্ঞানকে গানে প্রকাশ করেছে। বাউল গানে বড় একটি স্থান দখল করে আছে নারী। কোনো কোনো সাধক নারীর কাছ থেকে সাধনার ক্ষেত্রে তাদের প্রার্থিত সহযোগিতা না পাওয়ায় তাঁরা তাঁদের গানে নারী নিন্দা করেছেন। আবার সাধনায় সহযোগিতা করায় সাধক নারীর মহান মর্যাদা দিয়েছেন। সর্বোচ্চ ভক্তি দিয়ে তাঁরা তাঁদের গানে নারী বন্দনা করেছেন। বাউলের সকল সাধন ভজন, ক্রিয়াকরণই নারীকেন্দ্রিক। নারী দেহে পরমসত্তার অধিষ্ঠান, সে দেহ সাধকের কাছে পরম শ্রদ্ধার বস্তু এবং মন্দির তুল্য। তাঁর একমাত্র পূজার উপকরণ নারী। তাঁদের হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত সকল ভক্তি ও

ভালবাসা নারীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত। অন্তরের গহন গভীরে সাঁই অন্বেষণ, নারীদেহ জরিপ আর নারী অধ্যয়নই বাউলের সারা জীবনের কর্ম ও সাধনা।

তথ্যসূচি:

---

১ রামশঙ্কর চৌধুরী, *লোকসংগীত প্রসঙ্গে* (কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৯১), পৃ. ৩৪

২ আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বঙ্গীয় লোকসংগীত রত্নাকর*, ৩য় খণ্ড (কলকাতা: এ মুখার্জি এন্ড কোম্পানি প্রা. লি., ১৯৭৭), পৃ. ১২৪৭-৫০

৩ আবু জাফর শামসুদ্দীন, *লোকায়াত সমাজ ও বাঙালি সংস্কৃতি* (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৮), পৃ. ১৯

৪ মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত, *চর্যাগীতিকা*, পদ নং ১৮ (ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ৯ বাংলা বাজার, ১৪২৮ হিজরি), পৃ. ১০৯

৫ নিজস্ব সংগ্রহ: কথক, বাউল কবি আবির সাঁই, গ্রাম: চকবালু (আমিনগঞ্জ) পোস্ট: পাজর ভাঙ্গা, থানা: মান্দা, জেলা: নওগাঁ। বয়স: ৫৭, পেশা: ফকিরী, সংগ্রহকাল: ১৫.০১.২০১১।

৬ ড. খোন্দকার রিয়াজুল হক, *মরমী কবি পাঞ্জু শাহ: জীবন ও কাব্য*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯০) পৃ. ৩৭৫

৭ নিজস্ব সংগ্রহ: কথক, কবি আজাদ শা'হর প্রধান খলিফা মো: গোলাম হোসেন মাস্টার, পিতা: এমলাক হোসেন, গ্রাম: সাহার বাটি, পোস্ট: ভাটপাড়া কুঠি, থানা: গাংনী, জেলা: মেহেরপুর, বয়স: ৫৫, পেশা: চাকরি, সংগ্রহকাল: ২৯.০৮.২০০৮।

৮ নিজস্ব সংগ্রহ: কথক, কবি আজাদ শা'হর ছেলে মো: আবদুল মজিদ, গ্রাম: সাহার বাটি, পোস্ট: ভাটপাড়া কুঠি, থানা: গাংনী, জেলা: মেহেরপুর, বয়স: ৬০, পেশা: কৃষি, সংগ্রহকাল: ২৯.০৮.২০০৮।

৯ ড. খোন্দকার রিয়াজুল হক, *মরমি কবি রকীবশাহ জীবন ও গান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০১), পৃ. ১৩৭-১৩৮

১০ নিজস্ব সংগ্রহ: কবি আজাদ শার পুত্র মো: আবদুল মজিদ, ঠিকানা: পূর্বোক্ত।

১১ নিজস্ব সংগ্রহ: বাউল কবি আবির সাঁই, ঠিকানা: পূর্বোক্ত।

১২ নিজস্ব সংগ্রহ: কথক, বাউল বাদশা ফকির, গ্রাম: শাদীপুর, পোস্ট: সারদা, থানা: চারঘাট, জেলা: রাজশাহী, সংগ্রহকাল: ২০.০১.২০১১।

১৩ নিজস্ব সংগ্রহ: কথক, আজগর আলী ভাণ্ডারী, গ্রাম: বড় বনগ্রাম পাঁচআনীপাড়া, পোস্ট: সপুরা, থানা: শাহমখদুম, জেলা: রাজশাহী।

১৪ *তদেব।*

১৫ ফকির আবদুর রশীদ, *সুফী দর্শন* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০), পৃ. ১২২

১৬ নিজস্ব সংগ্রহ: কবি আজাদ শাহ'র ভক্ত মো: গোলাম হোসেন, ঠিকানা: পূর্বোক্ত।

১৭ ফকির আবদুর রশীদ, *সুফী দর্শন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২২।

১৮ বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, *বাউল গান ও দুদ্দু শাহ*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৩৭১), পৃ. ২৪

১৯ তদেব, পৃ. ৩৬

২০ নিজস্ব সংগ্রহ: কথক কবি আজাদ শাহ'র পুত্র মো: আবদুল মজিদ, ঠিকানা: পূর্বোক্ত।

২১ নিজস্ব সংগ্রহ: কবি আজাদ শা'র প্রধান খলিফা মো: গোলাম হোসেন মাস্টার, ঠিকানা: পূর্বোক্ত।

২২ ড. আনোয়ারুল করীম, *বাংলাদেশের বাউল, সমাজ, সাহিত্য ও সংগীত, বর্ণায়ন*, ৬৯ প্যারীদাস রোড, বাংলা বাজার, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ২৫১

২৩ লোকসাহিত্য সংকলন-৪০ (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫), পৃ. ১২১

২৪ বাউল লতিফা বেগম, পিতা: বাউল কবি আরজান শাহ, গ্রাম: ইছাখালী, পোস্ট: গোভীপুর, থানা ও জেলা: মেহেরপুর, বয়স: ৫৩, পেশা: গৃহিনী, সংগ্রহকাল: ০৫.০৯.২০০৮।

২৫ ড. আবুল হাসান চৌধুরী, *বাংলা লোকসঙ্গীতে নারী*, বিজয় প্রকাশ, ১২ বাংলা বাজার, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৩৯

২৬ নিজস্ব সংগ্রহ: কবি আজাদ শা'হর পুত্রবধূ মোসা: আলেয়া খাতুন, স্বামী মো: আবদু মজিদ, গ্রাম: সাহার বাটি, পোস্ট: ভাটপাড়া কুঠি, থানা: গাংনী, জেলা: মেহেরপুর, বয়স: ৪৫, পেশা: কৃষি, সংগ্রহকাল:০৫.০৯.২০০৮।

২৭ নিজস্ব সংগ্রহ: কথক, কবি খোরশেদ আলী চিশতির ছেলে মোকবুল হোসেন চিশতি, গ্রাম-চকছাতারী, পোস্ট থানা: বাঘা, জেলা: রাজশাহী।

২৮ ড. আনোয়ারুল করীম, *বাংলাদেশের বাউল সমাজ, সাহিত্য ও সংগীত* (ঢাকা: বর্ণায়ন, ৬৯ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ২০০২), পৃ. ২৫০

২৯ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউল গান* (কলিকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, সি ২৯-৩১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, ১৩৭৮), পৃ. ৫৭৫-৫৭৬

৩০ নিজস্ব সংগ্রহ: কবি আজাদ শা'হর প্রধান খলিফা মো: গোলাম হোসেন মাস্টার, ঠিকানা: পূর্বোক্ত।

৩১ নিজস্ব সংগ্রহ: কথক, আক্কাস আলী, গ্রাম: চৌগাছা, ডাক ও থানা: গাংনী, জেলা: মেহেরপুর, বয়স: ৪২, পেশা: কৃষি, সংগ্রহ কাল: ০৫.০৯.২০০৮।

৩২ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *বাংলার বাউল ও বাউল গান* (কলকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, সি ২৯-৩১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, ১৩৭৮), পৃ. ৫৮৭

৩৩ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *হারামণি*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৩৯০ বঙ্গাব্দ), ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৭৪

৩৪ শফিকুর রহমান চৌধুরী, *আবদুল হালিম বয়াতি: জীবন ও সংগীত*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০০), পৃ. ৩৮৩

৩৫ ড. আহমদ শরীফ, *বাউল কবি ফুলবাস উদ্দীন ও নসরুদ্দীনের পদাবলী*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৮), পৃ. ১৯২

৩৬ নিজস্ব সংগ্রহ: কথক, মো: আবদুর রাজ্জাক ফকির, পিতা: শমসের আলী প্রামাণিক, গ্রাম: ওয়ালিয়া, পোস্ট ও থানা: লালপুর, জেলা: নাটোর, বয়স: ৩৫, পেশা: গান গাওয়া, সংগ্রহকাল: ০৫.০২.২০১১।

৩৭ নিজস্ব সংগ্রহ: আক্কাস আলী, গ্রাম: চৌগাছা, ডাকঘর: গাংনী, থানা: গাংনী, জেলা: মেহেরপুর, বয়স: ৪২, পেশা: ব্যবসা, সংগ্রহকাল: ০৫.০৯.০৮।